মানুষ এবং মুখোশ

মিরপুরের ব্যবসায়ী কাজী শহীদুল্লাহর সেই অতি যত্নে লালিত স্নেহের কুকুরটি মারা গেছে। তবে সন্ত্রাসীর গুলিতে নয়, মানবিক গুলির আঘাতে। তার পরম শ্রদ্ধেয় মনিব কাজী শহীদুল্লাহ মারা গেছেন সন্ত্রাসীর গুলিতে। আমার লেখার বিষয় সেই কুকুরটি। ব্যবসায়ী শহীদুল্লাহ মারা গেছেন শুক্রবার ১২ আগস্ট। সেই শোকে কাতর হয়ে তার আস্থাভাজন কুকুরটি তারই অকুস্থলে গড়াগড়ি দিচ্ছিল আর অঝোরে কাঁদছিল। মনিববিহীন কুকুরটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পায়নি। টানা তিন দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এবং স্থান পরিবর্তন না করে মনিবের পাশে মৃত্যুবরণ করলো কুকুরটি। মানুষের প্রতি পশুর ভালোবাসায় আমরা বিমোহিত হই, উদ্বেলিত হই, নতুন করে ভালোবাসার সংজ্ঞা হাতড়ে মরি। তারই বিপরীতে মানুষের প্রতি মানুষের হিংস্রতা দেখে আমরা বেদনায় নীল হই, আতঙ্কিত হই। কাজী শহীদুল্লাহকে আমরা হত্যা করতে পেরেছি এবং তার মৃত্যুকে মেনে নিতেও পেরেছি। কিন্তু সেই কুকুরটি পারেনি, তাই সে এ অমানুষদের মাঝে আর বাঁচতে চায়নি। আমাদের পশুর কাছ থেকে শিক্ষা নেবার সময় এসেছে।

মানুষ হত্যার বেদনায় পশু নিজের জীবন বির্সজন দিলেও আমরা তার হত্যায় মোটেও বিচলিত হইনি। একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছি। আসলে আমরা মানুষের মুখোশের আড়ালে পশু হয়ে আছি।

নাসির উদ্দীন বিশ্বাস
দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর, ঢাকা

কোচিং বাণিজ্য

খারাপ লাগছে আমার সেই সহপাঠীদের কথা ভেবে, যারা অর্থাভাবে কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারেনি। আমি এ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন আশা করছি, চাচ্ছি 'কোচিং ব্যবসার' চলনার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। সবচেয়ে হতাশ হই যখন দেখি আমাদেরই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল ছবি কোনো কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে। তারা পরোক্ষভাবে সবাইকে কী কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন না? তাই কোচিং সেন্টারগুলোর আস্ফালন আর দেখতে চাই না; চাই না বিজ্ঞাপনদাতা কোনো মন্ত্রীর বা আমার প্রিয় শিক্ষকদের মুখ কোচিং সেন্টারগুলোর বিজ্ঞাপনে দেখতে।

সাইফ পরাগ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
e-mail: saief@ygahoo.com

অলিম্পিকের ইভেন্ট

খেলাধুলা শরীর সুগঠিত করে এবং মন রাখে প্রফুল্ল। খেলাধুলা এমন হওয়া উচিত যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয় এবং মুক্ত বায়ু সেবনে সুবিধা হয়। এতে দেহ সুগঠিত, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বিশ্ব অলিম্পিকে 'আরচারি' বলে একটি খেলা আছে, যা দুটি হালকা-পাতলা নড়বড়ে তলোয়ারের মতো অস্ত্র দিয়ে দু'জন দু'দিক থেকে খোঁচাখুঁচি করে। এতে শারীরিক পরিশ্রমের তেমন কোনো ব্যাপারই নেই। এ খেলা সম্ভবত আগের দিনের রাজা-বাদশাদের আমলের তলোয়ারের খেলার অনুকরণ। কিন্তু তখনকার খেলার একটা মান ছিল

প্রতিক্রিয়া : দায়ী কে...

এক দেশে দুই কুড়ে লোক ছিলো, যারা আলসেমির জন্য বিখ্যাত ছিলো। দু'জন আলসেমির কারণে কোনো কাজকর্ম করতো না। দু'জনই একটি কুটিরে থাকতো। একদিন সেই কুটিরে আগুন লেগে গেলো। দুই কুড়ে তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আলসেমি করে ঘুমোবার আগে কুপিটা নেভায়নি। ফলে এই বিপত্তি। শেষটায় যখন বিছানায় আগুন ধরে গেলো তখন এক কুড়ে আরেক কুড়েকে বলছে পি পু অর্থাৎ কি না পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। অপর কুড়েটি জবাব ফিলো ফি. শো। অর্থাৎ কি না ওপাশ ফিরে শোও। এরা অমনই অলস যে কথা পুরো বলতেও এদের আলসেমি। দু'জনই পুড়ে মরলো আলসেমির কারণে। এদের ঘর থেকে দৌড়ে বেরুতেও ইচ্ছে করেনি। গল্পটা অনেক আগে সেই ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছিলাম। দেশে গত কয়েক বছর ধরে একে একে এতোগুলো বোমা হামলা ঘটলো, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত আওয়ামী লীগ এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকার এসব তদন্ত করে এর রহস্য উদঘাটন করতে যে চরম উদাসীনতা দেখিয়েছে, তাতে কেবলই ওই গল্পটাই আমার মনে পড়েছে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই বোমাবাজরা আজ বেপরোয়া।

এসএম নওশের
nowsheer@dhaka.net

২.
সিরিজ বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা মাসউদ আদালতে দেয়া ভাষ্যে বলেছেন, মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বোমা হামলার বিস্তারিত জানা যাবে। কারণ সবকিছু তিনি জানেন। এ কথার পর জামায়াতি মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। জামায়াতের সহকারী মহাসচিব কামরুজ্জামান বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, মাওলানা মাসউদ যখন জানতেনই নিজামী বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত। কেন তিনি তা আগে বলেননি এবং তা ঠেকানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেননি? কিন্তু প্রশ্ন আমাদেরও আছে। মাওলানা নিজামী বোমা হামলার পর তার বিবৃতিতে দাবি করেছেন, বোমা হামলার সঙ্গে ইসরাইলের 'মোসাদ' ও ভারতের 'র' জড়িত। জনাব তো সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, তিনি জানতেন বোমা হামলা হচ্ছে এবং কারা তা করছে, কেন তিনি বা তার সরকার তা বন্ধ করার ও জড়িতদের ধরার ব্যবস্থা নেননি?

আখতারুল আলম বাবুল
লোহাগড়া, নড়াইল

৩.
দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। ভাবতে অবাক লাগছে দেশে র‍্যাব, চিতা, কোবরা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের মহান পুলিশ বাহিনীও জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। নাম জানা ও অজানা প্রায় অর্ধডজন গোয়েন্দা বাহিনীও দেশে সদা সক্রিয়। তাদের নাকের ডগায় দেশব্যাপী স্পর্শকাতর অফিসেই কয়েকশ' বোমাভর্তি ব্যাগ রেখে দেয়া হলো অথচ তারা টেরই পেল না। এ ব্যর্থতা আমাদের সবার না রাষ্ট্রের, না সরকারের?

আনিস উল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফমারী

এবং প্রয়োজনও ছিল। এমন নড়বড়ে তলোয়ার দিয়ে তারা খেলতেন না। এমন একটি খেলা বিশ্ব অলিম্পিকে কী করে স্থান পায় তা ভাববার বিষয় বৈকি! অন্য কারো একটি খেলা সমন্ধে বলা যায়, তা হলো 'শুটিং'। শুটিং খেলার প্রধান কাজ হলো সঠিকভাবে তাক করে হাতের টিপ নির্ধারণ করা। প্রত্যেক দেশেই সামরিক বাহিনী রয়েছে এবং তাদের হাতের টিপ সর্বোচ্চ মানের। যেখানে সামরিক বিভাগের প্রধান কাজই হচ্ছে শুটিং, সেখানে বেসামরিক লোকদের এ খেলার প্রয়োজন কী? ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনে এ খেলায় কোনো উপকার পাওয়া যায় কি?

তাই বাংলাদেশ অলিম্পিকের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিশ্ব অলিম্পিকের কাছে আপত্তি জানানো যেতে পারে। অন্যদিকে হা-ডু-ডু খেলা বিশ্ব অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে খেলাধুলায় আগ্রহী ও ক্রীড়া সংগঠনগুলোকে মতামত প্রদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা

যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তারা চায় নিজেদের অপকর্ম আড়ালে রাখতে, চায় জনগণ থাকুক না জানার অন্ধকারে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের কারণে তাদের কুকীর্তিগুলো যখন ফাঁস হয়ে যায়, তখন ক্ষিপ্ত আক্রোশে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। নেতা-নেত্রী, মন্ত্রীর দল একজোট হয়ে সাংবাদিকদের প্রতি বিষোদগার ও কটূক্তি করতে ছাড়েন না। এমন কেন হবে? ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার দাপট আর সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যের শিকার তারা কেন হবেন, তারা সঠিক তথ্য জানিয়ে দেশবাসীর উপকারই তো করছেন।

শবনম
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

কারণ তিনি সাংসদ...

সামান্য একটা সংবাদ প্রকাশের জের ধরে পটুয়াখালীর বাউফলে স্থানীয় সাংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদার এক সাংবাদিককে প্রকাশ্যে লাঠিপেটা করেছেন উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে। ঘটনাটি যেকোনো সমাজের জন্য বর্বর। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেছে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা একটি যাত্রীবাহী লঞ্চে অভিযান চালিয়ে একশ' মণ জাটকা আটক করেন। কিন্তু এলাকার কিছু বিএনপি নেতা-কর্মী ওই মাছ লুট করে নিয়ে যায় বলে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় দৈনিকে খবর ছাপা হয়। আর এ জন্যই জঘন্য ঘটনাটি ঘটান স্থানীয় সংসদ সদস্য। এরপর ঐ দিন সন্ধ্যায় বিএনপির কার্যালয়ে তাদের কিছু নেতা-কর্মী সাংবাদিকদের ভয় দেখান এবং হুমকি দেন। এজন্য সাংবাদিকরা ভয়ে আত্মগোপন করেন।

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তথা সাংবাদিকের স্বাধীনতার কথা অহরহ উচ্চকণ্ঠে বলা হয়, তখন এ ধরনের সাংবাদিক নির্যাতন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সাংবাদিকদের যতই নির্যাতন করা হোক, তাদের কলম কিন্তু থেমে যাবে না। সাংবাদিকরা সবসময় অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিপক্ষ হয়েই থাকবে। এটাই সত্য।

রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী
সিলেট

দৃষ্টি আকর্ষণ

আমাদের শ্রমবাজার

২০০১ সাল থেকে কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে জনশক্তি আমদানি বন্ধ রাখে। ২০০৪ সালের জুন মাসে কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে ৬টি দেশ থেকে বৈধভাবে লোক আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর এ ৬টি দেশ হচ্ছে থাইল্যান্ড, চায়না, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং মঙ্গোলিয়া। সম্প্রতি শ্রম মন্ত্রণালয়ের আরেক বৈঠকে আরো ৩টি দেশকে এ সুযোগ দেয়া হয়। এর মধ্যে কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের মতো দেশও রয়েছে। কোরিয়ার কোম্পানিগুলোতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা এবং বাংলাদেশী শ্রমিক তাদের পছন্দের তালিকায় প্রথম অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ ব্যাপারে ভূমিকা তো দূরে থাক, কোরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কোনো রকম মাথাব্যথা নেই। উদ্যোগ আর আন্তরিকতাও নেই নবগঠিত প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। কূটনৈতিক টানেলে যোগাযোগহীন বলেই বাংলাদেশের এমন বিপর্যয় কিন্তু এভাবে আর কতো! একে একে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য সব দেশের দরজাই বন্ধ হয়ে আসছে। সরকার কবে, কখন উদ্যোগ নেবে আমরা কোরিয়ার মতো এমন লোভনীয় শ্রমবাজার হারাতে চাই না। তাই এর পুনরুদ্ধারে সরকার এখনই এগিয়ে আসবে বলে আশা করছি।

জাহিদ ইকবাল
সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:
ফোরাম
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছো? তোমাকেই বলছি...

†iRvë †Zv Le kxNB †ei"‡e| †f‡e‡Qv wK †Kv_vq fwZ n‡e?
†`‡k bwK †`‡ki evB‡i? miKwi bwK cvB‡fU?
†gwW‡Kj bwK BwÄwbqwis? wewG bwK mvwnZ¨? weÁvb bwK gvbweK?

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সকল তথ্যের জন্য আজই ব্রাউজ করো

www.VarsityAdmission.com